Pascal Radigue - Own work (From Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaique_echansons_Bardo.jpg#/media/File:Mosaique_echansons_Bardo.jpg)

প্রজাতন্ত্র ও রোমান সাম্রাজ্যবাদের প্রথমযুগে দাসব্যবস্থা কী ভাবে রোমান অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিলো?

রোমান অর্থনীতি ও দাসব্যবস্থা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষকদের কাছে বহু যুগ ধরেই গভীর আগ্রহের বিষয়। আধুনিক যুগে এই আলোচনায় যাঁরা অগ্রগণ্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ম্যাক্স ওয়েবার। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সত্তর ও আশির দশকে এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন ফিনলে, পেরি অ্যান্ডারসন এবং সাঁ ক্রোয়া-র মতো বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক। রোমান দাসব্যবস্থা সম্পর্কে এর পরের কয়েক দশক নীরবতার পর একবিংশ শতকে যে সব গবেষকরা নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যবহারে বিষয়টিকে সমৃদ্ধ করে

তুলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওয়াল্টার শেইডেল এবং কাইল হার্পারের মতো গবেষকেরা।

রোমান সমাজ ও অর্থনীতিতে অতিপ্রাচীন আর্কাইক যুগ থেকেই দাসব্যবস্থার প্রচলন ছিলো বলে পরবর্তীকালের উপাদানগুলি থেকে জানা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রাঃ প্রঃ ৪৫০ অব্দে যে বারো টেবিলের আইন রোমে চালু হয়েছিলো তাতে দাসপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। ধরে নেওয়া যায় ধরে নেওয়া প্রজাতন্ত্রের যুগের আগে থেকেই এই ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত ছিলো। প্লেবিয়ান প্যাট্রিসিয়ান দ্বন্দ্বের ইতিহাসে দেখা যায় প্লেবিয়ানরা নেক্সাম নামক একটি আইনের বিরোধিতা করছেন। এটি ছিলো ঋণ শোধ করতে অক্ষম হয়ে দাসে পরিণত হওয়ার আইন। তবে এই সময়কার উপাদানগুলির সত্যতা প্রশ্নাতীত নয়।এই আমলের রোমান অর্থনীতিতে দাসব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কেও আমাদের ধারণা সীমিত। অনুমান করা যেতে পারে রোমান অর্থনীতি তখনও পর্যন্ত স্বাধীন উৎপাদকদের দ্বারাই পরিচালিত হতো।
অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে প্রজাতন্ত্রের পরবর্তী যুগে। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় থেকে। রোমের অর্থনীতিতে দাসব্যবস্থার প্রসারণ ও সংকোচনকে যাঁরা রোমান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত মনে করেন তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী ঃ-
১। সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের ফলে রোমের অভিজাতদের (প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান) হাতে প্রচুর জমি আসে। ল্যাটিফান্ডিয়া (Latifundia) নামে পরিচিত এই সব খামার কয়েক হাজার একর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

২। রোমের স্বাধীন কৃষক নিজস্ব জমির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলো। তা ছাড়া মহাদেশে অন্যত্র জমি পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের একটি অংশ রোম ছেড়ে চলে যায়। প্লেবিয়ানদের আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যে নেক্সাম-ও বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। এর ফলে ল্যাটিফান্ডিয়া গুলিতে আবাদের জন্য রোমান অভিজাতদের প্রয়োজন ছিলো বিপুল বাড়তি শ্রমশক্তির।

৩। রোমের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সময় রোমান সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ ছিলো স্বাধীন কৃষক। এরা জমিতে সময় দিতে না পারার জন্য

এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার জন্য এই জমির একটি অংশও অভিজাতদের কাছে হস্তান্তরিত হতে থাকে।

৪। এই পরিস্থিতিতে রোমের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নতুন কৃষি জমিকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার পাশাপাশি পরাজিত দেশের জনগপণের একটা বড়ো অংশকেও দাস হিসেবে নিযুক্ত করেছে কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার রোমের অর্থনীতিতে দাসব্যবস্থাকে অপরিহার্য করে তুলেছিলো বলে মনে করেছেন ম্যাক্স ওয়েবার ও ফিনলেসহ বহু ঐতিহাসিক।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সাঁ ক্রোয়ার বিখ্যাত কাজ প্রাচীন গ্রীস ও রোমে শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্র বিষয়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন রোমের দাসব্যবস্থা সম্পর্কেও। সাঁ ক্রোয়া মেনে নিয়েছেন আলোচ্য সময়কালে রোমের সামগ্রিক উৎপাদনের হয়তো একটি সীমিত অংশই দাসেদের দ্বারা উৎপাদিত হতো। অধিকাংশ উৎপাদন করতো মাঝারি থেকে ছোটো কৃষক ও কারিগররা। কিন্তু এই উৎপাদনের প্রায় পুরোটাই ছিলো ভোগের উদ্দেশ্যে। এই উৎপাদন থেকে উদবৃত্ত শোষণ সম্ভব ছিলো না। অথচ মার্কসবাদী দর্শন অনুযায়ী উদবৃত্ত শোষণের প্রক্রিয়াই, উৎপাদনী সম্পর্ক ও উৎপাদনী কাঠামোকে নির্ধারণ করে। যে উদবৃত্ত শোষণ সম্ভব ছিলো দাসশ্রম-নির্ভর উৎপাদন থেকে। এই কারণেই তিনি রোমের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে দাস-নির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়া (Slave mode of production) বলে মনে করেছেন।

রোমের অর্থনীতিতে দাসদের উপস্থিতি প্রবল। সাহিত্যিক উপাদান, লেখ, প্যাপিরাস লিপি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নানান্ উপাদান থেকে আমরা জানতে পারি প্রাচীন রোমের দাসব্যবস্থার কথা।সেখানে জানা যায়, দাসেরা যেমন রোমান অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িয়ে ছিল তেমনি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানও ছিল নানা রকমের। গৃহস্থালীর কাজে জড়িত দাসেদের অবস্থা নির্ভর করতো তাদের প্রভুদের অর্থনৈতিক অবস্থান এবং মানসিকতার ওপর। সব দাস যে ব্যক্তিগত প্রভুর অধীনে ছিল, তা নয়। সরকারি দাসের উল্লেখ পাওয়া যায় এমনকি উল্লেখ

রয়েছে এমন দাসের যাদের নিজেদের অধীনেই অন্য দাসেরা কাজ করতেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাসব্যবস্থাকে রোমান অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক বলেই মনে করেছেন। সহজলভ্য সুলভ শ্রমের নিশ্চিত যোগান থাকায় দাস-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তি বা পদ্ধতির প্রয়োগ হয়ন বলে মনে করেছেন কেউ কেউ। পেরি অ্যান্ডারসন এ প্রসঙ্গে বলেছেন যেকোনো নতুন ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থায় গোড়ার দিকে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়। দাসব্যবস্থার ক্ষেত্রেও দেখা যায় স্ক্রু প্রেস (আঙুরলতা নিঙড়ানর জন্য), বা রোটারি মিল (শস্যদানা ভাঙার জন্য)-এর মতো নতুন প্রযুক্তি বা জমি থেকে জল সরানোর জন্য নতুন পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে তিনিও এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনায় দাস-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের উৎসাহ কম ছিল। অতএব সামগ্রিক বিচারে আমরা বলতে পারি যে, রোমান অর্থনীতির এক বিশেষ পর্যায়ে দাস ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সামগ্রিক বিচারে এর ফল আদৌ শুভ ছিল না।

দাসব্যবস্থা কীভাবে রোমের কৃষিব্যবস্থাকে টিঁকে থাকায় সাহায্য করেছিলো?

রোমের কৃষিক্ষেত্রে ঠিক কোন সময় থেকে দাসশ্রমের নিয়মিত প্রচলন হয় তা আমাদের অজানা। অনুমান করা যায় রাজতান্ত্রিক আমল থেকেই রোমের অভিজাতবর্গ বড়ো বড়ো খামারের ক্ষেত্রে দাসশ্রমের প্রয়োগ করতেন। কারণ প্রজাতন্ত্রের গোড়ারদিকে বারো টেবিলের আইন পাশের সময় (প্রাঃপ্রঃ ৪৫০ অব্দ) রোমে দাসপ্রথা চালু ছিলো বলে পরবর্তীকালের সূত্র থেকে জানা যায়। কিন্তু সমসাময়িক উপাদান থেকে মনে হয় দাসব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত রোমের কৃষিক্ষেত্রে প্রধান শ্রমের যোগানদার হয়ে ওঠেনি। উৎপাদন প্রধানত পরিচালিত হতো ছোটো ও মাঝারি উৎপাদকদের দ্বারা। উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য ছিলো গ্রাসাচ্ছাদন।

পরিস্থিতির বদল ঘটতে শুরু করে প্রাক প্রচলিত চতুর্থ শতাব্দী থেকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ নানাভাবেই ছাপ ফেলেছে রোমান অর্থনীতিতে। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের ফলে রোমের অভিজাতদের (প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান) হাতে প্রচুর জমি আসে। এই জমি কেবল ইটালিতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং ইটালির উপদ্বীপ অঞ্চলে রোমান অভিজাতরা বিশাল বিশাল খামার তৈরী করে। ল্যাটিফান্ডিয়া (Latifundia) নামে পরিচিত এই সব খামার কয়েক হাজার একর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

দ্বিতীয়তঃ রোমের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সময় রোমান সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ ছিলো ছোট থেকে মাঝারি স্বাধীন কৃষক। দেশে এবং বিদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকার জন্য এরা জমিতে যথেষ্ট সময় দিতে পারতো না। জমি অনাবাদী থাকতো। তা ছাড়া বিজিত অঞ্চলগুলিতে জমি বন্টন শুরু হলে ভাগ্যান্বেষণের আশায় অনেক কৃষক বাইরে চলে গিয়েছিলো। এর ফলে ল্যাটিফান্ডিয়া গুলিতে আবাদের জন্য রোমান অভিজাতদের প্রয়োজন ছিলো বিপুল বাড়তি শ্রমশক্তির।

বাড়তি শ্রমশক্তির যোগান দিয়েছিলো দাসেরা। স্বেচ্ছায় নয়। বিজিত অঞ্চলগুলির সাধারণ নাগরিকদেরই বন্দি করে নিয়ে এসে বিক্রি করা হতো দাস হিসেবে। এইভাবে দাসকেন্দ্রিক শ্রমশক্তির এক নিরবচ্ছিন্ন যোগান রোমের কৃষিক্ষেত্রে অব্যাহত ছিলো সাম্রাজ্যের বিস্তার কাল পর্যন্ত। প্রিন্সিপেটের সময় থেকেই প্যাক্স রোমানার কারণে (অগাস্টাসের আমল) রোমের সাম্রাজ্যিক বিস্তারে ভাঁটার টান আসে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে দাসের যোগান কমে আসে ও দাসনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা সংকটের মুখে পড়ে।

ম্যাক্স ওয়েবার থেকে ফিনলে পর্যন্ত অমার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা এবং পেরি অ্যান্ডারসন ও সাঁ ক্রোয়া-র মতো মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা সকলেই মনে করেছেন, বিজিত অঞ্চলের বন্দিরাই ছিলো দাসদের যোগানের প্রধান উৎস। সাঁ ক্রোয়া মনে করেছেন সাম্রাজ্যিক বিস্তার বন্ধ হয়ে গেলে এবং বাইরে থেকে বন্দি দাসের যোগান কমে এলে নতুন

শ্রমশক্তির যোগানের জন্য ভুস্বামীরা দাসেদের অন্তর্প্রজননের ওপর বেশি নির্ভর করতে শুরু করে। ইতিপূর্বে দাসদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশা, বিশেষত নারী ও পুরুষের মধ্যে মেলামেশাকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। কিন্তু পরবর্তী সময় কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তির যোগান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রজনন-সক্ষম নারী ও পুরুষের সহবাসকে উৎসাহ দেওয়া হতো বাসস্থান ও ভূমিখন্ড প্রদানের মাধ্যমে।

এই পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে শ্রমশক্তির সঙ্গে প্রভু বা উৎপাদনের উপকরণের মালিক গোষ্ঠীর সম্পর্কে অর্থাৎ উৎপাদনী সম্পর্কে একটা বদল আসে।দাসব্যবস্থার ওপর কৃষিক্ষেত্রের নির্ভরতা কমতে থাকে। কিন্তু মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা সঠিক ভাবেই দেখিয়েছেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের প্রসারণের সময় দাসশ্রমের সাহায্যেই রোমের কৃষিব্যবস্থা উদবৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রাচীন রোমের দাসব্যবস্থা বিষয়ক কিছু বই

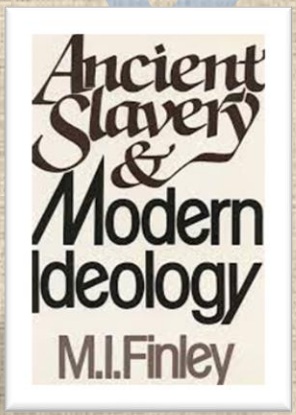

M L Finley: Ancient Slavery and Modern ideology

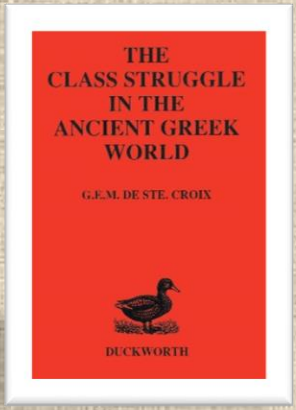

G. E. M. DE STE. CROIX. The Class Struggle in the Ancient Greek World

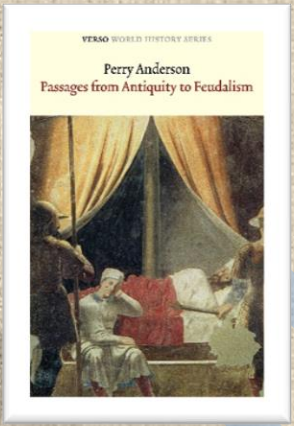

Perry Anderson: Passages from Antiquity to Feudalism

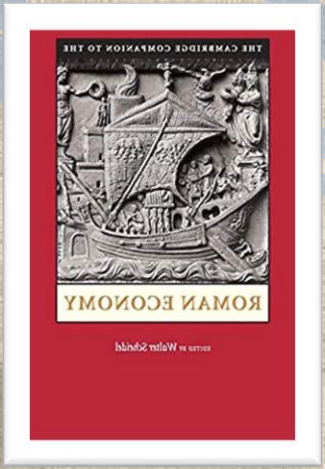

The Cambridge Companion to the Roman Economy Edited by Walter Scheidel

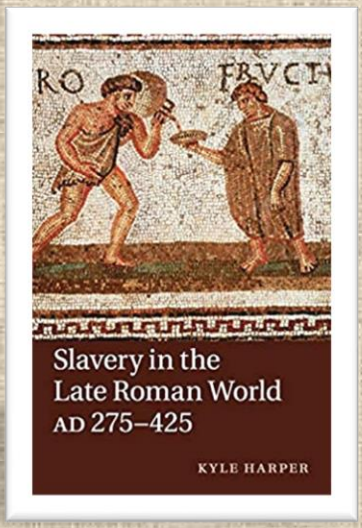

Kyle Harper: Slavery in the Late Roman World AD 275-425

AJKMV

Prepared by: Department of History/Amdanga Jugal Kishore Mahavidyalaya